অনুবাদ করা সহজ নয় : অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে

দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি।

অনুবাদের একটা কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম স্প্যানিশ ভাষার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। অনলাইন-এ, ভেনেজুয়েলার তরুণ মহিলা কবি মারিয়েলা লোপেজ উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনের অনুবাদ কর্মশালা। মারিয়েলা-র কবিতা অনুবাদ করা হবে। প্রথম দিন মারিয়েলা তাঁর জীবন, দর্শন, তাঁর পরিবার, তাঁর সমাজ নিয়ে কথা বললেন। সেদিন তাঁর দুটি কবিতা সবাইকে দেওয়া হল অনুবাদ করার জন্য। দ্বিতীয় দিন সেই কবিতাগুলো অনুবাদ করে নিয়ে আসার কথা ছাত্রছাত্রীদের। আর সেদিন মিলিয়ে দেখা হবে মারিয়েলা-র কবিতা দুটির সঠিক অনুবাদ হয়েছে কিনা। মারিয়েলা সেদিনও উপস্থিত থেকে বলে দেবেন যে তাঁর কবিতাগুলো সবাই সঠিক বুঝেছে।

দ্বিতীয় দিন। একটা কবিতার নাম নিয়ে সবার সমস্যা। কবিতাটির-র নাম SOLES। স্প্যানিশ ভাষায় sol অর্থ সূর্য। আর es যোগ করে বহুবচন করা হয়ে থাকে। সমস্যা এখানেই। সূর্য-র বহুবচন কীভাবে হয়! অনেকে আবার ভাবল এটা হয়তো ভেনেজুয়েলা-র কোনও বিশেষ শব্দ।

মারিয়েলা ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে বললেন, এটা সূর্যেরই বহুবচন। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুবাদ করতে বসা স্প্যানিশ-এর ছাত্রছাত্রীরা।

মারিয়েলা ব্যাখ্যা দিলেন। soles শব্দটা অভিধানে পাওয়া যাবে না। এটা তাঁর কবি সত্তার তৈরি শব্দ। মারিয়েলার বাড়ি ভেনেজুয়েলার দ্বিতীয় বড় শহর মারাকাইবো-তে। সেখানে নাকি ভীষণ গরম পড়ে। আর ভেনেজুয়েলা-র এই তরুণ কবির ধারণা একটা সূর্যে এতো গরম দিতে পারে না, অনেকগুলো সূর্য রয়েছে তাঁর শহরের উপরে। তাই কবিতার নাম SOLES।

ঘটনাটা কেন বললাম জানেন? কবিতা বা গল্প অনুবাদ করা সহজ নয়। মারিয়েলা-র সঙ্গে যদি যোগাযোগ না থাকতো, যদি না জানতে পারতাম ওর এই কবিসত্তার তৈরি একটা শব্দের কথা, তাহলে হয়তো আমরা আমাদের ধারণা দিয়ে কিছু একটা অনুবাদ করে দিতাম। কবির রচিত কবিতা, অনুবাদকের ধারণার নিচে চাপা পড়ে যেত চিরকালের জন্য। হয়ত অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাসের বহু শব্দ হারিয়ে গিয়েছে অনুবাদকের হাত ধরে।

স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক আমি। বহু ছাত্রছাত্রীর অনুবাদ পড়তে হয়। মাঝে মাঝেই মনে হয়, লেখক কি এটাই বলতে চেয়েছেন? নাকি এটা অনুবাদকের নিজের ব্যাখ্যা?

আরেকটা ঘটনা বলি। স্পেন-এর রাজধানী মাদ্রিদ-এ একজন প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় বসেছিলাম। নামকরা একজন স্প্যানিশ প্রকাশক। জিজ্ঞাসা করলাম, ''তোমরা তো অনেক বই স্প্যানিশ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করাও! দেখছি প্রায় সবই USA বা England থেকে অনুবাদ হয়েছে। ইন্ডিয়া

থেকে অনুবাদ করাও না কেন? খরচ অনেক কম পড়বে।" বন্ধুবর যে উত্তর দিলেন তা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। একবার নাকি চেষ্টা করেছিল ওরা।

''অনুবাদ কি খুব বাজে হয়েছিল?" আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম।

বন্ধু বললেন, ''অনুবাদ শেষ হবার আগেই ওটার কাজ আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।" জানতে চাইলাম, ''কেন?"

অনুবাদক নাকি তার মতামত দেওয়া শুরু করে দিয়েছিল অনুবাদ করার সময়। অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন আমায়। একটা আমার কাছে খুব মজাদার লেগেছে। স্প্যানিশ গল্পে লেখা ছিল নায়ক ভোরে উঠে beer খাচ্ছে।

অনুবাদক বলেছিল, ''এ দেশে লোকেরা সকাল সকাল beer খায় না, ওটাকে ফলের রস করে দিচ্ছি।"

হয়তো এই দুটোই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তবুও বলতে পারি, অনুবাদ করা সহজ নয়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ যাই অনুবাদ করি না কেন, অনুবাদের কাজ শুরু করার আগে অনেক পড়াশোনা করার দরকার আছে। লেখককে জানতে হবে, তার দেশ, সমাজ-এর খোঁজও নিতে হবে। আর দরকার সেই দেশে প্রচলিত ভাষার জ্ঞান। স্প্যানিশ ভাষা শিখলেই যে স্প্যানিশভাষী সব দেশের গল্প বা কবিতা অনুবাদ করা যাবে তা একেবারেই নয়। জানতে হবে সেই দেশে ওই শব্দটার বিশেষ কোনও মানে আছে কিনা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক — chucho (চুচো), মেক্সিকো-তে ছেলেদের নাম হতে পারে এই শব্দটি, Chile-তে এর মানে কারাগার, El Salvador বা Guatemala-এ একজন কৃপণ ব্যক্তি; আবার মধ্য আমেরিকার দেশগুলোতে এর মানে কুকুর । অনুবাদক যদি সঠিক মানেটা না ধরতে পারে, তাহলে...

এবার অন্য দিক থেকে দেখা যাক। বাংলা থেকে স্প্যানিশ-এ অনুবাদ করা কি সহজ? না মোটেই সহজ নয় যে। প্রথমত সঠিক শব্দটা খুঁজে নেওয়া, তারপর লেখকের শৈলী।

এখানেও একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একবার ঠিক করেছিলাম বর্তমান বাঙালি লেখকদের গল্পের একটা স্প্যানিশ সংকলন করব। প্রথম যে গল্পটা নিয়েছিলাম আমরা সেই গল্পের প্রথম লাইনটা ছিল — 'মেয়েটি মেট্রো-র সিটে আঁচল এলিয়ে বসে আছে।' ব্যাস, সমস্যার শুরু! আঁচল-এর স্প্যানিশ কী হবে? তার উপর এলিয়ে বসা। এখানেই আটকে গেলো অনুবাদ।

অন্য একটা গল্পে — 'মেয়েটির সিঁদুর মুছে দিল, শাঁখা ভেঙ্গে দিল। অভাগী এখন এক বাড়ির উঠানে বসে কাঁদে।' সিঁদুর মোছা, শাঁখা ভাঙ্গা যে স্বামী হারানোকে বোঝাচ্ছে সেটা একজন স্প্যানিশভাষীকে বোঝাবো কী করে।

মেক্সিকো বইমেলাতে বসে ভূতের গল্প নিয়ে কথা হচ্ছিল লাতিন আমেরিকার বন্ধুদের সাথে। শাঁকচুন্নির গল্প একটা বলতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। এরপর গল্প কম, ভূতেদের সংজ্ঞা নিয়ে একটা ক্লাস নিতে হল... মামদো ভূত কাকে বলে, পেতনি কাকে বলে...

অনুবাদ করা সহজ নয়।

ভাবুন তো! স্পেন-এর বিখ্যাত সের্ভান্তেস এর অনুবাদ করতে বসেছেন। সের্ভান্তেস যে যুগের স্প্যানিশ-এ লিখে গিয়েছেন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তো বাংলা করতে হবে। সের্ভান্তেস-এর নামে যদি বাংলায় লিখি — 'ঝাক্কাস, কী সুন্দর'। কেমন লাগবে শুনতে?

নামের অনুবাদ নিয়ে রয়েছে আরেক সমস্যা।

তখন ক্যাসেটের যুগ। কলকাতার একটা নামকরা মাসিক স্টোরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''খুলিও ইগ্লেসিয়াস-এর গানের ক্যাসেট আছে?" লোকটি ভুরু কুঁচকে আমাকে উত্তর দিয়েছিল, 'না নেই।' তবে জুলিও ইগ্লেসিয়াস-এর গানের ক্যাসেট আছে। ভুলটা আমার। J - বর্ণমালা এর উচ্চারণ স্প্যানিশ-এ 'খ'

বা 'হ' হয়ে থাকে। সেই হিসাবে আমি Julio-কে খুলিও বলেছিলাম। কিন্তু ওই ভদ্রলোকের তো সেটা জানা নেই, ওনাকে দোষ দেওয়া যাবে না।

ক্রিস্তোবাল কোলন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। এটা বললে কি বিশ্বাস করবেন? অবশ্যই বলবেন — Christopher Columbus আমেরিকার আবিষ্কারক। স্প্যানিশে Christopher Columbus নাম লেখা হয় Cristobal Colon। ব্রিটেনের রানী Elizabeth-কে স্প্যানিশ এ বলা হয় Isabel। অনুবাদে কোনটা লিখবো?

সঠিক উচ্চারণটা লেখা উচিত কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেটা সাধারণ পাঠকের কাছে অচেনা একটা শব্দ হয়ে যায়। যেমন Cuba, দেশটাকে আমরা কিউবা বলেই জানি। কিন্তু তার সঠিক উচ্চারণ তো কুবা। Chile হল চিলে। নাম বদলে গেলে লোকে আবার চিনতে পারবে না।

সমস্যা আরও আছে। স্প্যানিশ-এ বেশ লম্বা বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। একবার একটি লেখায় দেড় পাতা একটি বাক্য পেয়েছিলাম। সেটার বাংলা অনুবাদে অনুবাদক ওই ধারাটাই রেখে লম্বা একটা বাক্য রচনা করেছিলেন। অনুবাদক তা করতেই পারেন, আপত্তি নেই, কিন্তু অনুবাদটি মোটেই ভালো লাগেনি।

মেক্সিকোর নোবেল পুরস্কার জয়ী কবি ওক্তাভিও পাজ-এর একটা বই-এর অনুবাদ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের একটা টীম করে অনুবাদ করা হয়েছিল। একটা কবিতার অনুবাদ সম্পাদনা করতে গিয়ে খটকা লাগলো। বলছে বাচ্চা-ছেলেটা রং করার প্যালেট চাটছে! চাটতেই পারে! কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা লাগছিল। সেই শব্দটার খোঁজে নেমে পড়লাম। বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। মেক্সিকান দূতাবাসের সংস্কৃতি সচিব কোনরাদো সমস্যার সমাধান করে দিলেন। প্যালেট-এর ওই একই শব্দের ললিপপ পাওয়া যেত সেই সময়ে। অর্থাৎ ছেলেটা রঙের পালিত নয়, ললিপপ চাটছিল।

স্পেন-এর একটা গল্পের অনুবাদ পড়েছিলাম। একটা লাইন পড়ে, আটকে গেলাম। 'এই মাসে একটা সেতু নেওয়া যেতে পারে।' সেতু, অর্থাৎ ব্রিজ? — সেটা আবার নেওয়া যেতে পারে মানে? এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হয়েছিল ছাপার ভুল বাক্যটাকে স্প্যানিশ-এ ভাবলাম। মাথায় এলো একটা শব্দ। Puente, ইংরেজি মানে bridge, বাংলায় সেতু। কিন্তু স্পেন-এ যখন শনি আর রবিবার-এর পর মঙ্গলবার ছুটি পড়ে; বা বৃহস্পতিবার কোন ছুটি থাকে, অর্থাৎ একটা দিন ছুটি নিলে চার দিন ছুটি হয়ে যায় — এটাকেও বলে puente। দুটো ছুটির মধ্যে একটা দিন ছুটি নিয়ে ছুটির সেতুবন্ধন করা। কিন্তু এটা তো আর সেই সেতু নয়।

স্পেন-এর অন্য একটা গল্পের কথা মাথায় আসছে। বাংলা অনুবাদে পড়ছিলাম গল্পটা। এক জায়গায় নায়ক 'টাই' খাচ্ছে। গলায় পরার টাই খাবে কেন? খাবার তো কত কিছু আছে! স্প্যানিশ-এ খুঁজে বার করলাম গল্পটা। ওখানে লেখা আছে নায়ক corbata খাচ্ছে । অভিধানে কোরবাতা-র মানে টাই। তাহলে তো অনুবাদক ভুল কিছু করেনি। খটকাটা যাচ্ছিল না। মনে পড়ে গেল স্পেন-এর উত্তর প্রান্তের শহর Santander-এর বন্ধু রিকার্দো-র কথা। বলেছিল এর পরের বার যখন আসবে তোমাকে কোরবাতা খাওয়াবো। ইন্টারনেট-এ খোঁজ শুরু করলাম। খুঁজেও পেলাম। কোরবাতা সত্যি একটা খাবারের নাম। পুরীর খাজার সঙ্গে খুব মিল। অর্থাৎ টাইটা-কে ভাঁজ করে রাখলে যেমন দেখতে লাগে। নায়ক কী খাচ্ছিল এবার বুঝলাম। অন্য পাঠকরা কী বুঝলো কে জানে!

দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায় : ইন্দো হিস্প্যানিক ল্যাংগুয়েজ একাডেমির ডিরেক্টর ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার-এর স্কুল অফ্ ল্যাংগুয়েজ বিভাগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ।